পাওয়েল দেখা করলেন মোদীর সঙ্গে

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

আজ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ন্যান্সি পাওয়েল। ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিচার বিবেচনা করেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। মার্কিন প্রশাসনের এই আভ্যন্তরীণ সংশোধনপর্বকে আমি স্বাগত জানাই। ভারতের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার যে পূর্ব অবস্থান নিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন তা যে অভিযোগের ভিত্তিতে তার সপক্ষে আদালতে কোনও প্রমাণ জমা পড়েনি। এটা ছিল তাঁর বিরুদ্ধে মিডিয়া ও একশ্রেণির স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অপপ্রচার।

আমরা মনে করি এই সাক্ষাৎকার একটা কুটনৈতিক রুটিন। ২০১৪ র নির্বাচনে মোদীই যে ভবিষ্যত সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তিনবার বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। কিছু দেশ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার যে পূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা আসলে ভারতের বিদেশনীতিরই ব্যর্থতা। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির প্রতি অন্য দেশের এহেন আচরণে রাজ্য সরকার বা কোনও রাজনৈতিক দল প্রতিক্রিয়া দিতে পারেনা। বিদেশ মন্ত্রকই এ ব্যপারে প্রতিক্রিয়া দিতে পারে। ইউপিএ সরকারের বিদেশমন্ত্রক কি এব্যপারে ব্যর্থ নয় ? তারা যে ব্যর্থ সে ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নেই।

এই বৈঠকের ব্যাপারে বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরসিদের প্রতিক্রিয়া স্ববিরোধী। কংগ্রেস এখন চূড়ান্ত ডিমরালাইজড। এদের ভবিষ্যৎ লিখন খুবই স্পষ্ট। নির্বাচনে তাদের পরাজয়ও যে নিশ্চিত তাও স্পষ্ট। ভোটব্যঙ্ক নড়ে গেলেও এদের নেতাদের ঔদ্ধত্য বজায় রয়েছে। গত কয়েকঘণ্টার প্রতিক্রিয়াতেও তার প্রমাণ মিলেছে। একজন নির্বচিত জনপ্রতিনিধি সমপর্কে যে সৌজন্য দেখানো উচিৎ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত দেখা করার পরেও তা ভুলে গেছেন বিদেশমন্ত্রী ।

ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সমপর্ক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার এই সমপর্ক মজবুত করার ব্যপারে জোর দিয়েছিলেন। এটা আমাদের সবারই মনে রাখা উচিত যে ধৈর্য্য দিয়েই সমস্যা অতিক্রম করতে হবে। সমপর্কের ভারসাম্য নষ্ট করতে নৈতিক অবনতি অতিরঞ্জিত করা যায়না।